তারিখ 05 AUG 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রথম আলো

মন্নুজান সুফিয়ানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা

শিক্ষক নিয়োগে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ

খুলনা প্রতিনিধি ●

সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং খুলনা-৩ আসনের সাংসদ বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের বিরুদ্ধে আদালতে দুটি মামলা হয়েছে। খুলনার দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ এনে মামলা দুটি করা হয়েছে। মন্নুজান সুফিয়ান কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি।

মামলা দুটির আরজিতে মন্নুজান সুফিয়ান ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ আরও ২২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গত সোমবার মাগুরার গাংনালিয়া থানার বাসিন্দা ভূপতি বিশ্বাস খুলনার দৌলতপুর সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা করেন। এর আগে গত ২৩ জুলাই একই অভিযোগে একই আদালতে আরেকটি মামলা করেন খুলনার দৌলতপুর থানার ফারজানা হক। তাঁরা দুজনই কলেজটিতে চাকরিপ্রার্থী।

ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ অস্বীকার করে সাংসদ মন্নুজান সুফিয়ান গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, মাস দুয়েক আগে কলেজের সভাপতি হিসেবে তিনি অধ্যক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব চান।

মামলা দুটির আরজিতে মন্নুজান সুফিয়ান ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ ২৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে

অধ্যক্ষ হিসাব দিচ্ছিলেন না। পরে এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি করে অধ্যক্ষকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। অধ্যক্ষই ছুটিতে থেকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করাচ্ছেন।

ভূপতি বিশ্বাসের করা মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক তাসনীম জোহরা বিবাদীদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন।

ভূপতি বিশ্বাস তাঁর মামলায় ১৬ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর আরজিতে অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি কলেজটির সমাজকর্ম বিষয়ে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করেন। চলতি বছরের ১০ মে অনুষ্ঠিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মন্নুজান সুফিয়ান, কলেজ অধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বিএল কলেজের অধ্যক্ষ নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে তাঁকে নিয়োগ না দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকারী তেজেন্দ্রনাথ বর্মণকে এবং একইভাবে ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক পদে প্রথম স্থান অধিকারী ফারজানা হককে নিয়োগ না দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকারী উজ্জ্বল কুমার সাহাকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আর্থিক লেনদেন ও দুর্নীতির মাধ্যমে এটা করছেন।

ফারজানা হক তাঁর মামলায় এই ১৬ জন ছাড়াও আরও সাতজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনিও তাঁর আরজিতে একই অভিযোগ করে বলেন, ইংরেজি বিষয়ে ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু তাঁকে নিয়োগ না দিয়ে ওই পদে টাকার বিনিময়ে আরেকজনকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

উভয় মামলার আরজিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, মন্নুজান সুফিয়ান এর আগেও কোটি টাকার অর্থবাণিজ্য ও দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। ফারজানা হকের অভিযোগ, বিধিমোতাবেক তিনি ওই কলেজের ইংরেজির প্রভাষক পদে আবেদন করেন। ৯ মে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এনে কোনো প্রকার তদন্ত ছাড়াই ১৪ জুলাই আবার ওই পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ন্যায়বিচারের আশায় তিনি আদালতে মামলা করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ চৌধুরী মাহাবুব হক বলেন, তিনি ওই নিয়োগপ্রক্রিয়ার কিছুই জানেন না।